দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ১৮ JAN 20..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

শিক্ষক আন্দোলন

সরকার শিক্ষকবান্ধব— এটি প্রমাণ করতে হলে দুর্দশাগ্রস্ত শিক্ষক সমাজের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।

পাঠ্যপুস্তক হাতে পাওয়ার আনন্দের রেশ না কাটতেই হুমকির মুখে পড়েছে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা। বছরের শুরুতেই পৃথক প্লাটফর্ম থেকে দেশের অধিকাংশ শিক্ষক আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দেয়ায় এ আশংকা তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন প্রাথমিক থেকে শুরু করে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকরাও। দাবি আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে আন্দোলনকারী শিক্ষকরা বেছে নিয়েছেন কর্মবিরতি আর ধর্মঘটের মতো কর্মসূচি। আন্দোলন-সংগ্রামের পথে গিয়ে প্রাপ্তির ভাণ্ডার কতটা পূর্ণ হবে, সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, এতে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হবে। শিক্ষকরা যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া নিয়ে অবশ্যই আন্দোলন করবেন। তবে তা শিক্ষার্থীদের ক্ষতির কারণ হয়ে যাতে না দাঁড়ায়, সে বিষয়েও খেয়াল রাখা উচিত বলে আমরা মনে করি। এ কথা সত্য, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন প্রদানসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সরকার করলেও এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের খুব একটা নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি নিয়েই প্রশ্ন করতে চাই, তারাও সব ক্ষেত্রে নৈতিকতার পরিচয় দিচ্ছেন কি? প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিংয়ের ক্ষেত্রে সরকারের জারি করা নীতিমালা অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা জরিমানা কিংবা ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়ার বিধান রয়েছে। অথচ দেখা যায়, অনেক শিক্ষকই তাদের বাসায় কোচিং সেন্টার গড়ে তুলেছেন। অবাক করার মতো খবর হচ্ছে, কোচিং ব্যবসা নির্বিঘ্ন করতে এক শ্রেণীর শিক্ষক তাদের আত্মীয়-স্বজন সমন্বয়ে সিন্ডিকেট পর্যন্ত গড়ে তুলেছেন।

দেশে একই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার কথা রয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো খবর। এর মাধ্যমে সেই ষাটের দশক থেকে একই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে আন্দোলন চলছে, তা একটি পরিণতি পাবে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় একই ধারার কারিকুলাম চালুর পাশাপাশি সেখানে কর্মরত শিক্ষকদের কথাও ভাবা উচিত। শিক্ষকরা হচ্ছেন জ্ঞান ও বিদ্যাদাতা। ঘরে ঘরে জ্ঞান-প্রদীপ প্রজ্বলনে তাদের রয়েছে বিশাল ভূমিকা। দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ে অধিকাংশ স্কুল ও মাদ্রাসা বেসরকারি। বিদ্যমান ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষকদের ১০০ ভাগ বেতন সরকারি কোষাগার থেকে দেয়া হলেও নামমাত্র ১০০ টাকা বাড়িভাড়া দেয়া হয়। বেসরকারি শিক্ষকদের ১৫০ টাকা চিকিৎসা ভাতা দেয়া হয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। বেসরকারি শিক্ষকদের বার্ষিক কোন ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয় না। অথচ একই যোগ্যতাসম্পন্ন এবং একই স্কেলে যোগদান করে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। এমপিওভুক্ত হওয়ার ২ বছর ও ৮ বছর পর বেসরকারি শিক্ষকরা টাইম স্কেল পেতেন। বর্তমানে তাও বন্ধ রয়েছে। মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের বড় একটি অংশকে বৈষম্যের বৃত্তে বন্দি রেখে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজালেও তার সুফল কতটুকু পাওয়া যাবে, তা ভেবে দেখা দরকার। শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কমিশন গঠনের কথা বলেছিলেন। তারও কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিভিন্ন উদাহরণ টেনে সরকার নিজেদের শিক্ষকবান্ধব বলে পরিচয় দেয়। সরকার শিক্ষকবান্ধব— এটি প্রমাণ করতে হলে দুর্দশাগ্রস্ত শিক্ষক সমাজের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা, সরকার অচিরেই শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য নিরসনে আন্তরিক হবে। এর ফলে শিক্ষক সমাজকে আন্দোলন-সংগ্রামের পথে যেতে না হওয়ায় তারা পাঠদানে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারবেন।